নিসর্গ

রক্ষিত বন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

আমরা প্রকৃতিকে বাঁচাবো আগামী প্রজন্মের জন্য

জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, গেম রিজার্ভ তথা রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের জন্য বনবিভাগ নিসর্গ নামক রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী গ্রহন করেছে। যা স্থানীয় জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনের জীববৈচিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষণ করবে। নিসর্গ কর্মসূচীর ফলে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, রেমা কালেংগা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও টেকনাফ গেম রিজার্ভ এই পাঁচটি মিশ্র চিরহরিৎ বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ কতটুকু সংরক্ষিত হোল তার সূচক হিসাবে নিসর্গ ৮টি পাখি প্রজাতি চিহ্নিত করেছে।

বনের বিভিন্ন স্তরে আটটি সূচক পাখি

Eight indicator bird species at different stratum of the forest

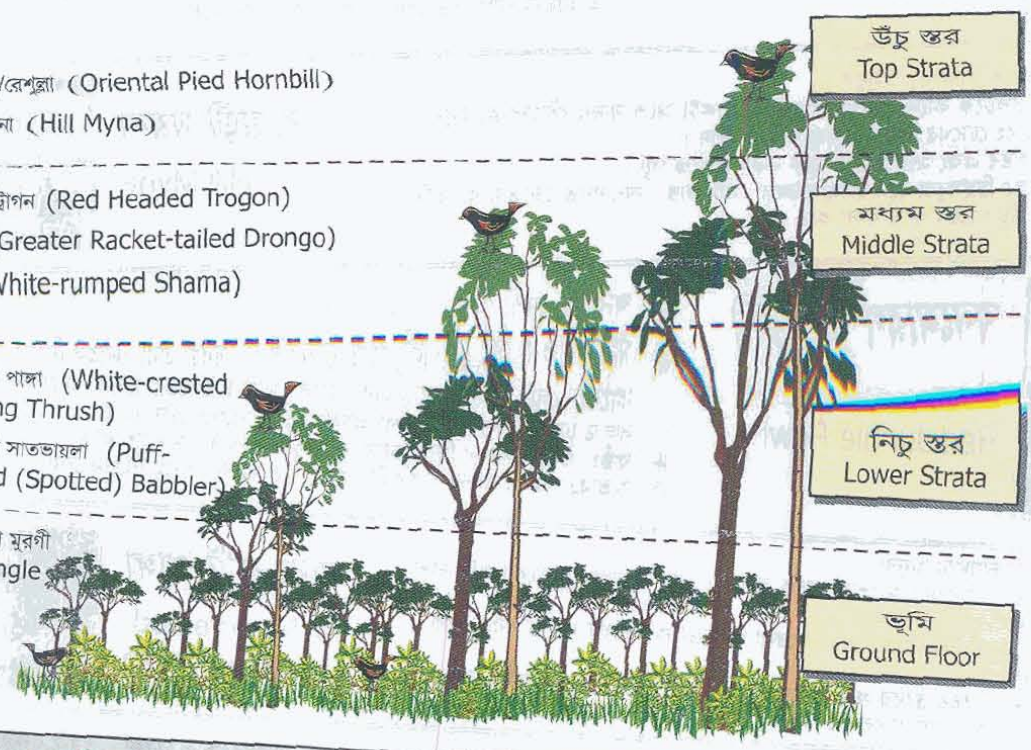

বনের অবস্থা পরিমাপে পাখি

পাখি তুলনামূলকভাবে সহজেই দেখা যায় এবং মানুষের সাথে পাখির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পাখি বনের মানের নির্দেশক হিসাবে বিশেষ কার্যকরী কারণ:

- এককে প্রজাতির পাখি এককে ধরণের পরিবেশে বাস করে যেমন বনের পাখি, জলাভূমির পাখি
- বনের উচু স্তর হতে ভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পাখি বসবাস বা বিচরন করে। ফলে বনের যে কোন স্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাখিদের আবাসস্থলেরও পরিবর্তন হয়
- আবাসস্থলের যে কোন পরিবর্তনে পাখিদের সংখ্যার ঘনত্ব সহজেই পরিবর্তন হয়।

নিসর্গ কর্মসূচী রক্ষিত এলাকার স্থানীয় তরুন সম্প্রদায়কে পাখি গণনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। রক্ষিত এলাকা আপনারও গর্ব। রক্ষিত বন এলাকা পরিদর্শন করুন ও সূচক পাখি গণনায় অংশ নিন। আপনাদের সকলের সচেতনতা পাখি প্রজাতির সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ওয়েবসাইটঃ www.nishorgo.org

মিশ্র চিরহরিৎ বনের ৮টি সূচক পাখি

রক্ষিত এলাকা ভ্রমনের সময় আপনি প্রদত্ত তথ্য/ চেকলিষ্ট ব্যবহার করে পাখি সনাক্তকরণ ও গণনার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারবেন।

পাখি সনাক্তকরনের জন্য জন্য পাখির আকার (বিশেষতঃ লেজ), ঠোটের গঠন, চোখের রং, পালকের রং, যে পরিবেশে দেখা গেছে, ডাক ও উড়ার ধরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

ভিমরাজ
Greater Racket-Tailed Drongo

- **আকারঃ** লেজে দুটো লম্বা র‍্যাকেট পালক আছে। কপালে ঝুটি আছে। কবুতরের অনুরূপ আকার।
- **রংঃ** সম্পূর্নরূপে চকচকে কালো।
- **কণ্ঠঃ** সরব, শিস দিয়ে ডাকে এবং ক্যাচক্যাচ শব্দও করে।
- **স্বভাবঃ** বন এবং বনের কাছাকাছি আবাদী জমিতে বসবাস করে এবং অন্য পাখিদের সাথে মিশে পোকা শিকার করে।

লালমাথা ট্রোগন
Red Headed Trogon

- **আকারঃ** কবুতরের মত, তবে লেজ বড়, প্রশস্ত এবং শেষ প্রান্ত সমান।
- **রংঃ** লাল এবং হাল্কা বাদামী; মাথা পুরোপুরি লাল, স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখির চেয়ে বিবর্ণ।
- **কণ্ঠঃ** পর্যায়ক্রমিকভাবে চপ চপ শব্দ করে ডাকে।
- **স্বভাবঃ** বড়পাতাওয়ালা গহীন বনে থাকে। উঁচু গাছে বসে থাকে। উড়ন্ত পোকা ও ফল খায়। একা অথবা জোড়ায় দেখা যায়।

কাও ধনেস/রেশুলা
Oriental Pied Hombill

- **আকারঃ** কাকের চেয়ে বড়।
- **রংঃ** দেহের উপরের দিকের পালক কাল এবং নিচের দিকে সাদা। ঠোঁট এবং ঠোটের উপরের রং হলুদ ও শিং এর মত গঠন।
- **কণ্ঠঃ** উচ্চস্বরের চিৎকার। অনেক সময় 'ক্যা' 'ক্যা' করেও ডাকে।
- **স্বভাবঃ** চিরসবুজ বনে উঁচু গাছে থাকে। ফল খেতে পছন্দ করে, তবে অল্পবয়সী পাখি বড় পোকামাকড়, সরীসৃপও খায়।

পাহাড়ী ময়না
Hill Myna

- **আকারঃ** ভাত শালিক এর অনুরূপ।
- **রংঃ** পালক চকচকে কালো; পাখার গোলকার একটা অংশ সাদা; ঠোঁটের রং হলুদ কমলা; পা এবং চোখের পিছনের লম্বা চামড়া হলুদ।
- **কণ্ঠঃ** খুবই সরব এবং অন্য প্রাণীর ডাক নকল করতে পটু।
- **স্বভাবঃ** মূলতঃ চিরসবুজ বনে বসবাস করে। ফল খায়। সাধারণত জোড়ায় বা ছোট দলে থাকে, উঁচু গাছের গর্তে বাসা করে।

বনমোরগ বা মুরগী
Red Jungle Fowl

- **আকারঃ** দেশী মোরগ মুরগীর অনুরূপ।
- **রংঃ** ঘাড় ও পিঠ সোনালী, পাখা সোনালী ও সবুজ এবং দেহের নিচের পালক কালো। লেজ লম্বা বাঁকানো এবং কালো, মাথার উপরের 'বোল' এবং দুই পাশের ঝুলন্ত চামড়া লাল। বন মুরগী আকৃতিতে মোরগের চেয়ে ছোট।
- **কণ্ঠঃ** তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে ডাকে যা কুক্কুরে কুক এর মত শোনায়।
- **স্বভাবঃ** বন ও বনের পার্শ্ববর্তী ঝোঁপঝাড়ে থাকে। গাছে বিশ্রাম নেয়।

সাদা-ঝুটি পাঙ্গা
White-crested laughing Trush

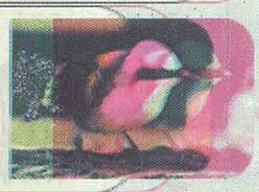

- **আকারঃ** সাতভায়লার অনুরূপ।
- **রংঃ** শরীরের বেশীরভাগ অংশের পালক বাদামী; মাথা ও মাথার উপরের ঝুটি সাদা এবং চোখের আগে পরে কাল।
- **কণ্ঠঃ** খুবই সরব। কিঁচিমিচির এবং সুরেলা ডাক ডাকে। প্রায়ই দলের সবাই এক সাথে ডেকে উঠে।
- **স্বভাবঃ** বনের নিচের স্তরের গুল্ম, ঝোঁপঝাড় এবং বাঁশবনে থাকে। অমেরুদন্ডী প্রাণী ও ফল খায়। দলে থাকে। ঝোঁপঝাড় বা ছোট গাছে বাসা করে।

ফোঁটা কণ্ঠী সাতভায়লা
Puff-throated Babbler

- **আকারঃ** সাতভায়লারের চেয়ে সামান্য ছোট, আকৃতি একই রকম।
- **রংঃ** বাদামী রং; শরীরের নীচের দিকে কাল রংএর ফোঁটা রয়েছে।
- **কণ্ঠঃ** উচ্চস্বরে টি টিউ শব্দ করে ডাকে। অনেক সময় নিচু স্বরে মিষ্টি গান গায়।
- **স্বভাবঃ** বনের নিচের স্তরের গুল্ম, ঝোঁপঝাড় এবং বাঁশবনে থাকে। একা একা বা দলে মাটি থেকে অমেরুদন্ডী প্রানী ধরে খায়।

শ্যামা
White-rumped Shama

- **আকারঃ** দোয়েলের অনুরূপ তবে লেজ দোয়েলের লেজের চেয়ে অনেক লম্বা।
- **রংঃ** কালো এবং কমলা, তবে পিঠের শেষ দিকের পালক সাদা। স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখির চেয়ে ছোট ও বিবর্ন।
- **কণ্ঠঃ** কর্কশ 'চিররর' শব্দ করে ডাকে, তবে সুন্দর সুরেলা কণ্ঠেও গান গায়।
- **স্বভাবঃ** বনের নিম্নস্তরের ঝোঁপঝাড় এবং বাঁশবনে থাকে। ঘন ঘন লেজ নাড়ায়, অমেরুদন্ডী প্রাণী খায়। গাছে নিচু কোটরে বা চাপা জায়গায় বাসা তৈরী করে।

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প
বন বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্র্ণালয়ের একটি প্রকল্প
অর্থায়নেঃ ইউ এস এ আই ডি

USAID

রক্ষিত এলাকাতে পাখি দেখার স্মরণীয় বা মজার অভিজ্ঞতা নিম্নলিখিত ঠিকানায় লি
পাঠান। যা পরবর্তীতে নিসর্গ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হ

নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প, বাসা ৬৮, রোড ১, বক আই, বনানী, ঢাকা ১২১৩, ই-মেল: ctfr@irgbd.co